দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 JUL 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

115

শিক্ষাঙ্গন

বাংলাদেশে হাউয়াই স্কুল

বারান্তরে আমরা সরফরাজ খানের অভিযোগ সম্পর্কে দু' কথা বলার চেষ্টা করেছি। তার অভিযোগ ছিল দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলির কোথাও কোথাও কি ভাবে সরকারী বরাদ্দকৃত অর্থের অপব্যবহার হয়ে থাকে। কিন্তু সরফরাজ খানের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের জানাতো ছিলই না, উপরন্তু আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে, এ থেকেও বিস্ময়কর কোন খবর দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারে।

খবরটি আমাদের জানালেন আকবর আলী প্রামানিক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্কুল, মাদ্রাসার কথাতো জানি কিন্তু বাংলাদেশে হাউয়াই স্কুলের কথাও জানি কিনা?

প্রশ্নটি শুনে বিস্মিত হলাম, হাউয়াই স্কুল, এমন নাম তো কোনদিন শুনিনি। এ আবার কি ধরনের স্কুল হতে পারে? বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আকবর আলী প্রামানিকদের আনুষ্ঠানিক বিদ্যা নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহরা ছিল। নেই গায়ে। কিন্তু বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা আছে। আর তা আছে বলেই তারা নিজ নিজ এলাকার কথা ভাবেন, অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করেন। অমানবিক কোন ঘটনা ঘটতে দেখলে অবশ্যই তার প্রতিকারের জন্য সম্ভব- অসম্ভব সব দরজায় কড়া নাড়েন। তাই করেছেন তিনি বাংলাদেশের হাউয়াই স্কুলগুলি সম্পর্কেও।

আমরা হাউয়াই দ্বীপ, হাউয়াই বন্দর এবং হাউয়াই জাহাজ প্রভৃতি নাম শুনেছি। কিন্তু 'হাউয়াই স্কুল' নামে কিছু আছে কিনা তা আমরা এর আগে আর কোন দিন জানতে পারিনি। যাহোক আকবর আলী প্রামানিকের কাছে নিজের দৈন্য স্বীকার করেই বললাম, 'ভাই প্রামানিক সাহেব' ব্যাপারটা একটু খোলা মেলা বুঝিয়ে বলুন।

তিনি বাংলাদেশে হাউয়াই স্কুলটি কি চিজ, কারা এর মালিক মোক্তার এবং এখানে কি ঘটে, স্থানীয় উপজেলা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা বিভাগও সর্বোপরি দেশের সরকারের সঙ্গে এর সম্পর্ক কি তা মোটামুটি যা বললেন তা' শুনে আমার চোখ চড়ক গাছ নয়, জান অক্কা পাওয়ার কথা। অর্থাৎ কাজীর গরু খাতায় আছে গোয়ালে নেই।

হাউয়াই স্কুলও এক ধরনের স্কুল। স্কুলের নামে কমপক্ষে দুই বিঘা জমি ওয়াক্‌ফ করা আছে। এ জমি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছে কোন এক বা একাধিক ভূমিহীন কৃষক। স্কুলের নামে একচালা কিংবা ছোট্ট দুই চালা ছন বা টিনের যে ঘর আছে তা ঐ গ্রাম বা এলাকার ক্লাব কিংবা সমিতি ঘর। আসবাবপত্র বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নেই অথবা স্কুলের অনুপযুক্ত। কাগজে পত্রে কমিটি আছে, কমিটির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী, সদস্য সবই আছে। এ ধরনের হাউয়াই স্কুলের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ৫ জনের অধিক ছাত্র-ছাত্রী নেই কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা পাঁচ জনেরও বেশী। বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সরকারী শিক্ষা বিভাগ এইসব হাউয়াই স্কুলকে অনুমোদন দান করেছেন এবং আর্থিক মঞ্জুরীও অনুদান সব কিছুই প্রদান করছেন। এসব স্কুলের কোন কোনটি বছরে অন্যূন ৫০ হাজার টাকা পেয়ে থাকে। বাস্তবে কোন স্কুল নাই অথচ সরকারী অনুমোদনে মঞ্জুরী ও অনুদান সবই আছে। তবে এই টাকাগুলি কোথায় কিভাবে ব্যবহার করা হয়? আমার প্রশ্ন শুনে স্মিত হাসলেন আকবর আলী— প্রামাণিক বললেন, সেই খবরটাই তো জানতে "আইলাম" আপনের কাছ থেকে

নানা কথার মাধ্যমে জানলাম, সরকার উপজেলায় অনেক ক্ষমতা দান করেছেন। কিন্তু তারা এসব হাউয়াই স্কুলের খবর রাখেন না। শিক্ষা বোর্ড স্কুলগুলিকে মঞ্জুরী এবং সরকারী অর্থ অনুদান দিয়েছেন কিন্তু স্কুলটির অস্তিত্ব বাস্তবে আদৌ আছে কিনা তারও খোঁজ খবর নেননি।

অবশেষে আকবর আলী প্রামানিককে বিদেয় দেবার আগে জানতে চাইলাম, এইসব হাউয়াই স্কুলের এক্সিকিউটিভ কমিটিতে চেয়ারম্যান, সেক্রেটারী এবং সদস্য কারা?

ওঠে দাঁড়ালেন আকবর আলী প্রামানিক। বললেন, স্থানীয় প্রধান এবং ময়- মাতব্বররাই। অনেক স্কুলে উপজেলায় জড়িত ব্যক্তিরাও আছেন। এই কারণেই অন্যায় অবিচার জেনেও স্থানীয়ভাবে আমরা কোন প্রতিকার পাই না। তাই ছুটে আসি সংবাদপত্র অফিসে। ভরসা করি দেশে যদি সরকার থেকে থাকেন, তাহলে আপনারা কিছু বলুন আর নাই বলুন বাংলাদেশের হাউয়াই স্কুলের খবর একদিন হবেই।

—দাউদ খশরু